সংবাদ

তারিখ ৮ 7 NOV ২০১৫
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ভুয়া ডিগ্রিধারী শিক্ষক ও ছাত্র দিয়েই চলছে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি রয়েল ইউনিভার্সিটির এমবিএ'র ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) বিবিএ'র শিক্ষার্থী আবু নাসের। এনএসইউ'র অন্তত পক্ষে পাঁচজন ছাত্র আছেন যারা রয়েল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন। এ ধরনের অনিয়ম ছাড়াও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (এআইইউবি), শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটিসহ কমপক্ষে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সনদ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ভুয়া সনদ নিয়ে এনএসইউ'তে চাকরি করতে এসে ধরা পড়েছিল, এমন একজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া শিক্ষক চিহ্নিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। উৎকণ্ঠায় আছেন অভিভাবকরাও। এ পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া শিক্ষক চিহ্নিত করতে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) সহসভাপতি এবং ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবুল কাসেম হায়দার সংবাদ'কে বলেছেন, '৫৬টি বিদেশি প্রতিষ্ঠান দেশে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি বিক্রি করছে। কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এসব সনদ যাচাই-বাছাইও (ভেরিফিকেশন) হচ্ছে না'। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির একজন ভুয়া শিক্ষকের বিষয়ে তিনি বলেন, 'শীঘ্রই সব শিক্ষকের সনদ ভেরিফিকেশনের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং ভুয়া

ভুয়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ভুয়া : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভুয়া সনদধারী শিক্ষক দিয়ে চলছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম। স্নাতক ডিগ্রি নেই অথচ ডাবল ও ত্রিপল মাস্টার্স ডিগ্রি আছে- এমন শিক্ষকরাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুষদের দাপুটে শিক্ষক। আবার অনেকে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেই তাকে অনার্স সমমানের (সার্টিফিকেট কোর্স) ডিগ্রি হিসেবে চালিয়ে দিয়ে নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। দেশে বসেই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কিছু নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনে পিএইচডি ডিগ্রি (যা এ দেশে প্রশ্নবিদ্ধ) সংগ্রহ করে শিক্ষকতা করছেন অসংখ্য ব্যক্তি। প্রভাবশালীদের সান্নিধ্য পেয়ে ভুয়া সনদধারী ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধানসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও রয়েছেন। কিন্তু এসব অনিয়ম ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে নীরব-নির্বিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়। হাত গুটিয়ে বসে আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি)। প্রশাসনের এ উদাসীনতার সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরাও কেবল সিভির (জীবন বৃত্তান্ত) ওপর ভিত্তি করে নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও ছেলেমেয়েকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন। তাছাড়া বর্তমানে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অকার্যকর থাকায় কর্তৃপক্ষও ইচ্ছামতো শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন দেশের ভুয়া ও বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান থেকে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান পেশা শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন কয়েকশ' ব্যক্তি। এর মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় এনএসইউতেই আছেন কমপক্ষে সাতজন।

সবচেয়ে বেশি ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটিতে। ওই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষদে (ফ্যাকাল্টি) কমপক্ষে ১২ জন ভুয়া সনদধারী ব্যক্তি শিক্ষকতা করছে। এআইইউবিতে ভুয়া সনদধারী শিক্ষক আছে কমপক্ষে ১০ জন, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়ী অনুষদের একজন, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়ী অনুষদের দুই জন, আশা ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়ী অনুষদের একজনসহ কমপক্ষে চার জন, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়ী অনুষদের একজন ও কম্পিউটার সায়েন্স অনুষদের একজন, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়ী অনুষদের একজনসহ মোট তিনজন, নর্দান ইউনিভার্সিটিতে আছে ৪-৫ জন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আছে একজন। এদিকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি চলছেই যাচ্ছেতাইভাবে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছেও পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নেই। ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদ'কে বলেছেন, 'কয়েকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কিছু শিক্ষকের সনদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সনদ যাচাই-বাছাই করবে'।

সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে কি না জানতে চাইলে বিশিষ্ট এ শিক্ষাবিদ বলেন, 'যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্রেডেবিলিটি (গ্রহণযোগ্যতা) নেই সেগুলোর শিক্ষকের সনদ পরীক্ষা করে কী হবে'?

ভুয়া শিক্ষক চিহ্নিত করতে এনএসইউতে তদন্ত কমিটি

এনএসইউর বিবিএ বিভাগের শিক্ষক ড. জসিম উদ্দীন আহমেদ এবং এমপিএইচ বিভাগের শিক্ষক ড. জিইউ আহসানের সব সনদ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খানকে আহ্বায়ক করে ১৭ অক্টোবর তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ইউজিসি। একই বিষয়ে এনএসইউ কর্তৃপক্ষও পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অসাধু চক্র ভুয়া সনদধারী শিক্ষকদের রক্ষায় টালবাহানা করছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ভুয়া শিক্ষকদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ী অনুষদের। বর্তমানে বিবিএ ও এমবিএ সনদের চাহিদাও বেশি। চাহিদা বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ী অনুষদের শিক্ষকের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাচ্ছে না। ফলে ভুয়া সনদধারী কিংবা অনলাইনে বিদেশি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই শিক্ষক হিসেবে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে এপিইউবির সহসভাপতি আবুল কাসেম হায়দার বলেন, 'বর্তমানে সৎ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ শিক্ষকের খুব অভাব। এর মধ্যে বিবিএ ও এমবিএর শিক্ষক পাওয়া তো আরও কঠিন। বিবিএ ও এমবিএ পাঠদানের জন্য ৫০ হাজার টাকা বেতন দিয়েও এখন একজন সহকারী অধ্যাপক পাওয়া যায় না'। আইনে যা আছে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০'-এর ২৭ উপধারা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি থাকবে। এর সভাপতি হবেন উপাচার্য। সদস্য থাকবেন উপ-উপাচার্য, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ মনোনীত তিন জন শিক্ষানুরাগী, সিন্ডিকেট মনোনীত দুই জন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট ডিন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা ইনস্টিটিউট প্রধান যিনি অধ্যাপক পদমর্যাদার নিচে নয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অকার্যকর ও মেয়াদহীন। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির একজন করে প্রতিনিধি থাকলেও তাদের মতামতকে আমলে নিচ্ছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মালিক। শিক্ষা প্রশাসনকে উপেক্ষা করে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় গোপনেও সিন্ডিকেটের সভা করছে।